গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
এইচআরএম ইউনিট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১১৬.৩১.০০১.১৮/৬৫১ তারিখ : ২৭/১১/২০১৮খ্রি.

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত।

সূত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং- ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.১২০.১৮-৪৮৪, তারিখ : ২৫/১১/২০১৮খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রাপ্ত পত্র (সংযুক্তিসহ) এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার ১০তম পৃষ্ঠার ১৪(২) এবং ১৪(৪) ধারা দুটি নিম্নরূপ :

১৪ (২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা **কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।**

১৪ (৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

০২। এমতাবস্থায় বর্ণিত ধারাসমূহের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(প্রফেসর মোহাম্মদ শামছুল হুদা)
পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
২. পরিচালক (সকল), আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৩. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক (সকল) (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৪. উপ-পরিচালক (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৫. উপ-পরিচালক (সকল), আঞ্চলিক কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৬. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৭. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (পত্রটি মাউশির ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯. পিএ টু মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১০. অফিস কপি।

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
অধিশাখা-সমন্বয়
www.shed.gov.bd

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.১৬.১২০.১৮-৪৮৪

তারিখ: ১১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫
২৫ নভেম্বর, ২০১৮

বিষয় : **জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের ছায়ালিপি (সংযুক্তিসহ) এতদ্সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। প্রেরিত পত্রের মর্মানুযায়ী জাতীয় সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালার ১০তম পৃষ্ঠার ১৪ (২) এবং ১৪(৪) ধারা দু'টি নিম্নরূপ:

১৪ (২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা **কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।**

১৪ (৪) **কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।**

০২. এমতাবস্থায়, বর্ণিত বিধিমালার আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে-০৮ (আট) পাতা।

(মোঃ সারওয়ার হোসেন)
উপসচিব
টেলিফোন: ৯৫৭৭০৯৭
ই:মেইল-sas_s4@moedu.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা **(তাঁর অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।**
[**দৃষ্টি আকর্ষণ**: সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন]
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ, উন্নয়ন, মাধ্যমিক- ১ ও ২, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, নিরীক্ষা ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা **(তাঁর অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার অনুরোধসহ)।**
৪. মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, এন.টি.আর.সি.এ., রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৪ও ৫), ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এন.সি.টি.বি.), মতিঝিল, ঢাকা।
৯. সচিব, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।
১০. যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা),মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১৩. সভাপতি, আন্তঃশিক্ষা সমন্বয় সাব-কমিটি ও চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

১৪. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী।
১৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।
১৬. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল।
১৭. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।
১৮. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট।
১৯ চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা।
২০. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
২২. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
২৩. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।
২৪. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):
১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২। **প্রচারণার সময়।**—কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের তিন সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

১৩। **মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**— কোন নিবন্ধিত রাজনৈতি দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন নির্বাচনী এলাকায় মাইক বা শব্দের মাত্রা বর্ধনকারী অন্যবিধ যন্ত্রের ব্যবহার দুপুর ২ (দুই) ঘটিকা হইতে রাত ৮ (রাত) ঘটিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন।

[১][১৪। **সরকারি সুবিধাভোগী ব্যক্তিবর্গের নির্বাচনী প্রচারণা।**—(১) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচনী কর্মসূচি বা কর্মকান্ড যোগ করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি তাহার নিজের বা অন্যের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় সরকারি যানবাহন, সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার বা অন্যবিধ সরকারি সুবিধাভোগ করিতে পারিবেন না এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার নির্বাচনী এলাকায় সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না কিংবা এতদ্‌সংক্রান্ত সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না।

(৪) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্যদে পূর্বে সভাপতি বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত বা মনোনীত হইয়া থাকিলে বা তদ্‌কর্তৃক কোন মনোনয়ন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে তিনি বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন সভায় সভাপতিত্ব বা অংশগ্রহণ করিবেন না অথবা উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে জড়িত হইবেন না।

(৫) সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নিজে প্রার্থী কিংবা বা অন্য কোন প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট না হইলে ভোটদান ব্যতিরেকে নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রের প্রবেশ কিংবা ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে প্রবেশ বা উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

(৬) জাতীয় সংসদের কোন শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবার ক্ষেত্রে সরকারি সুবিধাভোগী অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় নির্বাচন-পূর্ব সময়ের মধ্যে কোন সফর বা নির্বাচনী প্রচারণায় যাইতে পারিবেন না।

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হইলে তিনি কেবল ভোট প্রদানের জন্য উক্ত এলাকায় যাইতে পারিবেন।]

১৫। **নির্বাচনী ব্যয়সীমা সংক্রান্ত বাধা নিষেধ।**—কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নির্ধারিত নির্বাচনী ব্যয়সীমা কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১৬। **ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার।**—(১) ভোটকেন্দ্রের নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

(২) কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে ঘোরাফেরা করিতে পারিবেন না।

(৩) পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

[১]এস আর ও নং ৩৫৯-আইন/২০১৩, তারিখ ঃ ২৪-১১-২০১৩ দ্বারা সংযোজিত।

১৭। নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম।– (১) এই বিধিমালার যে কোন বিধানের লঙ্ঘন "নির্বাচন পূর্ব অনিয়ম" হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল প্রতিকার চাহিয়া নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বা কমিশন বরাবরে দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রাপ্ত দরখাস্ত কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হইলে কমিশন উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) কোন তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোন ভাবে কমিশনের নিকট কোন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হইলে, কমিশন–

(ক) উহা প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোন নির্বাচনী তদন্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে ; অথবা

(খ) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা প্রিজাইডিং অফিসার অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-বিধি (১) বা (২) বা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি Representation of the People Order, 1972 (P. O. No. 155 of 1972) এর Article 91A এর বিধান মোতাবেক তদন্ত কার্য পরিচালনা করিয়া কমিশনের বরাবরে সুপারিশ প্রদান করিবে।